রেজিস্ট্রারের কার্যালয়
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
২০৩ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরনী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০
www.bnmc.gov.bd

স্মারক নং-বিএনএমসি/প্রশা-৫/২০২০-১১৪ তারিখঃ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ

মতামত প্রদান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন মোতাবেক প্রণীত "বেসরকারি পর্যায়ে নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজ স্থাপন ও কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা" এর খসড়া (বিদ্যমান নীতিমালা-২০০৯ হালনাগাদ) এর উপর সংশ্লিষ্টদের মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, মতামত প্রদানকারি ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পেশা, জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল নং উল্লেখ পূর্বক কাউন্সিলের ই-মেইলঃ infobnmc15@gmail.com বা ডাকযোগে আগামী ১৭-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ অফিস চলাকালিন সময়ের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারি বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্তঃ হালনাগাদ নীতিমালার খসড়া।

10/02/2020

(সুরাইয়া বেগম)
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
ই-মেইলঃ info@bnmc.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি), আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২. ভিসি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় /সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউএফ), মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।
৩. রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়/শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. ডিন, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়/শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউএফ), মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।
৬. উপসচিব (নার্সিং শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৭. পরিচালক, জাতীয় নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিয়েনার), মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন, ঢাকা।
৮. অধ্যক্ষ (সকল), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সরকারি/বেসরকারি), ...
৯. হিসাব শাখা, বিএনএমসি/সহকারী প্রোগ্রামার (আইটি), বিএনএমসি (বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের নির্দেশসহ)।
১০. নীতিমালা সংক্রান্ত অফিস নথি, বিএনএমসি।
১১. জনাব/ বেগম . . . .

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
নার্সিং শিক্ষা শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

স্মারক নং-স্বাশিপকবি/নার্সিং শিক্ষা/২০২০- তারিখঃ

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু (ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হ য়, (খ) সেবা পরিদপ্তর নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত হয়, (গ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর হয় এবং (ঘ) ১৯৮৩ সালের বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স এর স্থলে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন-২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৮ নং আইন) হ য়, সেহেতু নতুন আইনের আলোকে বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন পূর্বক বেসরকারী পর্যায়ে নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজ স্থাপন ও কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

শিরোনামঃ
এ নীতিমালা ''বেসরকারি পর্যায়ে নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজ স্থাপন ও কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা'' নামে অভিহিত হবে।

প্রথম অধ্যায়

১। নীতিমালার প্রয়োগঃ
১.১ এ নীতিমালা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিম্নোক্ত কোর্সসমূহ চালু করতে আগ্রহী অথবা ইতোপূর্বে অনুমোদনপ্রাপ্ত কোর্সসমূহ পরিচালনা করছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিকভাবে পালনীয় হবেঃ
(ক) ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি;
(খ) বিএসসি ইন নার্সিং;
(গ) পোস্ট-বেসিক (ডিপ্লোমাত্তোর) বিএসসি ইন নার্সিং/পাবলিক হেলথ নার্সিং;
(ঘ) এমএসসি ইন নার্সিং;
(ঙ) স্পেশালাইজেশন (বিশেষায়িত) নার্সিং কোর্স।
১.২ বেসরকারি পর্যায়ে নার্সিং কোর্সসমূহ পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান/বাতিল/স্থগিতকরণের সকল ক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করবে।
১.৩ এ নীতিমালা সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহ অনুমোদন ও পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক নির্দেশক (গাইডলাইন) হিসেবে কাজ করবে।
১.৪ এ নীতিমালার লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোর্স অনুমোদন বাতিলের কারণরূপে গণ্য হবে।

২। মূল উদ্দেশ্যঃ
২.১ বেসরকারি পর্যায়ে নার্সিং/ বিশেষায়িত নার্সিং কোর্স চালুকরণের দিক নির্দেশনা প্রদান।
২.২ শিক্ষার গুণগত মান ও সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে প্রশিক্ষিত, গুনগত মানসম্পন্ন ও দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা।
২.৩ দেশ-বিদেশের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ নার্স/ বিশেষায়িত নার্স তৈরীসহ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে, দেশে-বিদেশে তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
২.৪ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও বৈশ্বয়িক সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বের উদ্ভাবিত, প্রচলিত উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ও বিদেশে নার্সিং/বিশেষায়িত পেশাদারিত্ব সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা।

৩। অধিক্ষেত্রঃ
৩.১ এ নীতিমালা বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন পূর্বক কোর্সসমূহ চালু ও পরিচালনার জন্য অনুমোদন/অনাপত্তি/স্থগিত/বাতিল/ পুনঃঅনুমোদন প্রদানের এখতিয়ার বা ক্ষমতা প্রয়োগ।

৩.৩ যে সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, সে সকল প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে শর্তাবলী পূরণ করছে কি না, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও নির্দেশনা প্রদান করা।

৩.৪ এ নীতিমালার বিধিবিধান যথাযথ প্রতিপালন সাপেক্ষে সরকার অনুমোদিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ২.১ নং অনুচ্ছেদে উ ল্লিখিত কোর্স চালু করলে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বতন্ত্র কলেজ/ইনস্টিটিউট নামে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তবে বিএসসি ইন নার্সিং/এমএসসি ইন নার্সিং পর্যায়ের কোর্স অধিভুক্তির ক্ষেত্রে স্ব-স্ব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে র একাডেমিক নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের শর্তাবলী

(ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

৪। আবেদনের নিয়মাবলীঃ

(ক) বেসরকারি পর্যায়ে আগ্রহী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাম ও পদবী উল্লেখ পূর্বক "প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এবং সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়" বরাবর আবেদন দাখিল করবেন। অবশ্যই আবেদনের একটি অনুলিপি "রেজিস্ট্রার এবং সদস্য-সচিব, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল" এর নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(খ) আবেদনের ছক ও অন্যান্য তথ্যসমূহ বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউ ন্সিলের ওয়েব সাইট হতে সংগ্রহ করে প্রজেক্ট প্রোফাইল যুক্ত আবেদন জমা দিতে হবে। নীতিমালা অনুযায়ী সকল কাগজপত্র ও ফি (সার্ভিস চার্জ) এর রশিদ কাউন্সিল হতে ইস্যুর দিন আবেদন জমার তারিখ বলে গণ্য হবে। অসম্পূর্ণ/ ক্রুটিপূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

(গ) কাউন্সিলের আইন, বিধি, প্রবিধি ও সরকারি নীতিমালার বিধিবিধান যথাযথ প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রস্তাবিত নার্সিং ইনস্টিটিউটের নাম, কোর্সের নাম ও চাহিত আসন সংখ্যা ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) হতে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) টির মধ্যে সক্ষমতা অনুযায়ী উল্লেখ পূর্বক আবেদন করা যাবে। আবেদনের সাথে ইনস্টিটিউটের পূর্ণ কাঠামো তথা, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রভাষক, অন্যান্য ইনস্ট্রাক্টর ও জনবলের বিবরণী এবং ৩০ (ত্রিশ) হাজার বর্গফুট স্পেসের ভৌতঅবকাঠামোর সকল কক্ষের আয়তন বিভাজন (বিবরণী) স্থপতি/প্রকৌশলী/নকশাবিদের স্বাক্ষর, তারিখ ও নামের সীলমোহরসহ দাখিল করতে হবে।

(ঘ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান আইন, বিধি, প্রবিধি ও নীতিমালার নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে মেনে চলবে মর্মে প্রচলিত মূল্যমানের নন-জ্যুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে মূলকপি আবেদন পত্রের সাথে কাউন্সিলে জমা দিতে হবে।

(ঙ) আবেদনের সাথে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর বাস্তব অবস্থা (শ্রেণীকক্ষ, অধ্যক্ষ ও শিক্ষককক্ষ, ল্যাব ইত্যাদি) এর স্থিরচিত্র ও ভিডিও (এডিটিং না করে) দাখিল করতে হবে (সম্ভব হলে পাওয়ার পয়েন্টে)।

৫। প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনঃ

(ক) নীতিমালার সকল শর্তাবলী যথাযথ প্রতিপালন সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট "পরিদর্শন কমিটি" প্রজেক্ট প্রোফাইল এবং স্থির চিত্র ও ভিডিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্তোষজন ক প্রতীয়মান হলে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শন কমিটির সদস্য-সচিব কর্তৃক প্রস্তাবের পর সভাপতির সম্মতির প্রেক্ষিতে সদস্য-সচিব পরিদর্শনের পত্র ইস্যু করবেন।

(খ) পরিদর্শন কমিটি:

১) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব (নার্সিং শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	-সভাপতি
২) পরিচালক/উপযুক্ত প্রতিনিধি (শিক্ষা শাখা), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	-সদস্য
৩) অধ্যক্ষ, নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট (ঢাকা মহানগরী)	-সদস্য
৪) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল	-সদস্য সচিব

৬। প্রতিষ্ঠান অনুমোদন/ আবেদন নিস্পত্তির নিয়মঃ

(ক)ডিপ্লোমা ও স্পেশালাইজেশন কোর্সের ক্ষেত্রে আবেদনকারি প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক "পরিদর্শন প্রতিবেদন" কাউন্সিলের "নির্বাহী কমিটি" এর সভার আলোচ্য-সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। সভায় বিষয়টি পর্যালোচনান্তে প্রতিষ্ঠান অনুমোদন/ অনঅনুমোদন/অনাপত্তি/স্থগিত/বাতিল/পুনঃঅনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) ডিপ্লোমা ও স্পেশালাইজেশন কোর্স অনুমোদনের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আকারে প্রেরণের পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িক অনুমোদনের পত্র ইস্যু করবে। অনঅনুমোদনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠানকে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে পত্র দ্বারা অবহিত করবে।

(গ) নিয়মিত কোর্স চলাকালে পরিদর্শন কমিটি প্রথম ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বৎসরে অন্ততঃ ১ (এক) বার এবং পরবর্তীতে প্রতি ২ (দুই) বছর পরপর ন্যূনতম ১ (এক) বার উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে। এছাড়াও কাউন্সিল যে কোন সময় তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করতে পারবে।

৭। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাতঃ

(ক) ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক অনুপাত তাত্ত্বিক শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রী : শিক্ষক অনুপাত হবে ২০:১ জন (বিষয়ভিত্তিক)। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক অনুপাত হবে ৮:১ জন; যা সকল কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(খ) সার্বক্ষণিক বিষয়ভিত্তিক নার্স-শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। প্রয়োজনে খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে, কোনক্রমেই এক চতুর্থাংশ (১/৪) বেশি খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যাবে না। এটি সকল কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(গ) শিক্ষকগণকে অবশ্যই বিএসসি ইন নার্সিং এর পেশাগত নিবন্ধন থাকতে হবে এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৮। জমি/জায়গাঃ

(ক) জমিঃ প্রতি শিক্ষাবর্ষে (ব্যাচে) অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিষ্ঠানের নামে নিজস্ব কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) হাজার বর্গফুটের একাডেমিক ভবন থাকতে হবে।

(খ) নীতিমালায় যা বিধৃত থাকুক না কেন সকল নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেবলমাত্র একাডেমিক ভবনের জন্য ৫ বা সর্বোচ্চ ৭ বছরের মধ্যে নিম্নোক্ত ন্যূনতম পরিমাণ জায়গায় নিজস্ব নার্সিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করতে হবেঃ

ক্রম.	এলাকা	ন্যূনতম জায়গার পরিমাণ
(১)	ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর মধ্যে	৭.৫০ (সাড়ে সাত) কাঠা
(২)	অন্যান্য সিটি করপোরেশন এলাকায়	২০ (বিশ) কাঠা
(৩)	জেলা শহর/ পৌরসভা এলাকায়	১ বিঘা (তেত্রিশ শতাংশ)
(৪)	উপজেলা/ অন্যান্য এলাকায় (১০০ শয্যা হাসপাতাল সংলগ্ন)	৩ (তিন) বিঘা/এক একর

(গ) নিজস্ব জায়গা বা ভবন (কমপ্লেক্স) এর পরিবর্তে ভাড়া বা লীজ নিয়ে প্রাথমিকভাবে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ৩০ (ত্রিশ) হাজার বর্গফুট স্পেসে প্রতিষ্ঠান চালুর আবেদন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সন্তোষজনক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় আরও দুই বছরসহ মোট সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বছরের জন্য (নির্মাণাধিন প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে স্থানান্তরের সময়) বৃদ্ধি করতে পারবে। ভাড়া /লিজ/দান/অন্য উপায়ে ব্যবহৃত স্পেসের হালনাগাদ কাগজপত্রসহ চুক্তিনামা নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। আবেদনে বর্ণিত স্থান ব্যতিত অন্য কোন স্থানে প্রতিষ্ঠান চালু করা যাবে না। পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এ বিধান ভঙ্গ করলে তা প্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণ রূপে গণ্য হবে। নির্মাণ না হওয়ার ক্ষেত্রে জমির হালনাগাদ খাজনার রশিদসহ সঠিক মালিকানা প্রমাণের যাবতীয় দলিলপত্র দাখিল করতে হবে।

(ঘ) ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতে স্থান (স্পেস) নীতি অনুসরণ করতঃ এবং আসন সংখ্যা /শিক্ষার্থী বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে ভবনের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে।

৯। একাডেমিক অবকাঠামো:

(ক) ভবন নির্মাণের কোড, ফায়ার সার্ভিস এর বিধান নিশ্চিত, পরিবেশ আইন এবং আনুসাঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে নির্মিত ভবনে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

(খ) কক্ষসমূহের বিবরণীঃ

(১) ডিজিটাল শ্রেণী কক্ষ প্রতি ৫০ জনে-১ টি করে, তবে শুরুতেই কমপক্ষে ৩ টি শ্রেণী কক্ষ প্রস্তুত থাকতে হবে (প্রতিটির আয়তন ন্যূনতম ৪০০ বর্গফুট, যাতে মাল্টিমেডিয়া, স্ক্রিন ও ল্যাপটপ/কম্পিউটার ও হোয়াইট বোর্ড থাকবে)।

(২) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুজ্জিত ন্যূনতম ৫ টি ল্যাবরেটরি থাকতে হবে ; যথা: (ক) নার্সিং, (খ) মিডওয়াইফারি, (গ) এনাটমি ও ফিজিওলজি, (ঘ) নিউট্রিশন ও মাইক্রোবায়োলজি, (ঙ) ইংলিশ ও কম্পিউটার ল্যাব, প্রতিটি ল্যাবের ন্যূনতম স্পেস ৫০০ বর্গফুট।

(৩) অধ্যক্ষ এর কক্ষ, কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত (শিক্ষকদের নিয়ে সভা করার উপযোগী/স্পেস ৫০০ বর্গফুট)।

(৪) উপাধ্যক্ষ এর কক্ষ-১ টি (স্পেস ৪০০ বর্গফুট)।

(৫) প্রভাষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণের পদ অনুযায়ী একাধিক কক্ষ (প্রতিটি ৫০০ বর্গফুট)।

(৬) অডিটোরিয়াম (প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত/ সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠান উপযোগী)।

(৭) সভাকক্ষ/কনফারেন্স রুম (প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত/কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়ে সভা করার উপযোগী)।

(৮) জেনারেল অফিস রুম-১ টি (কোর্স অনুযায়ী দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পাদন ও নথি সংরক্ষণের উপযোগী স্পেস সম্পন্ন)।

(৯) হিসাব রক্ষক, ক্যাশিয়ার কক্ষ-১ টি (গোপনীয় ও আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন ও সংরক্ষণের উপযোগী)।
(১০) অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষ-১ টি (আইটি সুযোগ সুবিধাসহ)।
(১১) স্টোর রুম ও রেকর্ড রুম -১ টি (প্রতিটি শিক্ষার্থীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রেকর্ড সংরক্ষণ এবং স্টেশনারী দ্রবাদি স্টক রাখার উপযোগী স্পেস)।
(১২) একাডেমিক এলাকায় প্রসাধনাগার (ওয়াশরুম) আনুপাতিক হারে প্রতি ১০ জনে ১ টি করে। ন্যূনতম ৫ টি থাকতে হবে।
(১৩) কমন রুম-১ টি সুপরিসর (প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত)।
(১৪) লাইব্রেরি রুম -১ টি; যেখানে লাইব্রেরিয়ান, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরি সহকারী, অফিস সহায়ক নিযুক্ত থাকবেন। এখানে হালনাগাদ, পাঠ্যপুস্তক (বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মীয়, ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য, ম্যাগাজিন, জার্নাল, দৈনিক পত্রিকাসহ) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত)। ন্যূনতম স্পেস ১ (এক হাজার) বর্গফুট।
(১৫) প্রেয়ার রুম-১ টি।

১০। <u>হোস্টেল/আবাসিকঃ</u>
(ক) ভবন নির্মাণের কোড, ফায়ার সার্ভিস এর বিধান নিশ্চিত, পরিবেশ আইন এবং আনুসাঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে নির্মিত ভবনে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। হোস্টেলের দূরুত্ব একাডেমিক ভবনের থেকে অন্ততঃ ২০০ গজের অতিরিক্ত হলে গাড়ীর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(খ) ছাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী (ব্যাচ ভিত্তিক) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। শুরুতেই কমপক্ষে ১০০ (একশত) জনের সংকুলান থাকতে হবে। যাতে ছাত্রী দের নিরাপত্তার মধ্যে সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে কোর্স চালুর জন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবেঃ
(১) <u>জনবলঃ</u> হোস্টেল সুপার/হাউজ কিপার, আয়া, নৈশ প্রহরী, দারোয়ান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, মশালচি, বাবুর্চি, টেবিল বয় (মহিলা অগ্রাধিকার); তবে একান্তই প্রয়োজন হলে (কাজের ধরণ বিবেচনায় মুচলেকাসহ ন্যূনতম ৪৫ বৎসর বয়স্ক পুরষ নিয়োগ করা যেতে পারে)।
(২) হোস্টেলে আবাসিক রুম-ছাত্রী যৌক্তিক অনুপাত রক্ষা করতে হবে (জনপ্রতি আয়তন ৭০ বর্গফুট);
(৩) প্রসাধন কক্ষ (ওয়াশরুম)-ছাত্রী অনুপাতঃ ১:10;
(৪) অভিভাবক অপেক্ষাকক্ষ (ওয়েটিং রুম) এবং সম্ভব হলে গেস্ট রুম;
(৫) প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলনা, দেয়াল ঘড়ি, ড্রেসিং টেবিল- কক্ষপ্রতি-১ টি;
(৬) বেড ও টেবিল-চেয়ার: জনপ্রতি -১ টি
(৭) রিডিং রুম, স্বাস্থ্য সম্মত আনুপাতিক পরিসরে রান্নাঘর (কিচেন), স্টোর, ডাইনিং টেবিল, বেসিন, ওয়াশরুম।
(৮) ইনডোর গেমসের পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
(৯) টেলিভিশন কক্ষ (আসবাবপত্রসহ)।
(১০) হোস্টেল কর্মচারীদের জন্য নিরাপদ ও সুশৃংখল আবাসন ব্যবস্থা।
(১১) সম্ভব হলে খেলার মাঠ বরাদ্দ করা।

১১। <u>শিক্ষার আবশ্যকীয় উপকরণঃ</u>
(ক) বিষয় ভিত্তিক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য নিম্নোক্ত উপকরণ যেমনঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার , টেবিল, বুকসেলফ, র্যা ক, হ্যাঙ্গার, স্কেলিটন, সিমুলেটর, মানবদেহের প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাড় , মার্কার বোর্ড, সাউন্ড সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া, অডিও ভিজ্যুয়াল সিস্টেম, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সুবিধা, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট চিত্র, ব্যানার পোস্টার, বই, বুকলেট ইত্যাদি থাকতে হবে।

(খ) ৫ টি ল্যাবে পৃথক পৃথক উপকরণাদি সমন্বয়ে সুসজ্জিত থাকতে হবে।

১২। <u>ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিসের আবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাঃ</u>
(ক) বেসরকারি পর্যায়ে নার্সিং কোর্স চালু করতে হলে আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অথবা ১০০ বেডের জেনারেল হাসপাতাল থাকতে হবে। বেসরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে হালনাগাদ লাইসেন্স ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে। সেখানে মেডিকেল, সার্জিক্যাল, গাইনী, ইউরোলজী, নিউরোলজী, অর্থোপেডিক, নাক-কান-গলা, চক্ষু, চর্ম, শিশুসহ বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। হাসপাতালের অনুমোদন পত্র ও হালনাগাদ লাইসেন্সের কপি সংযুক্ত করতে হবে। আনুপাতিক হারে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা না বাড়লে বর্ধিত আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন করা যাবে না। হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আসন সংখ্যা/ শিক্ষার্থী বৃদ্ধির সাথে সাথে হাসপাতালের বেড সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এছা ড়াও, স্পেশালাইজেশন নার্সিং কোর্স চালু করতে চাইলে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল থাকতে হবে।

(খ) হাসপাতালে প্র্যাক্টিসের সময় শিক্ষার্থীদের সাথে বিষয়ভিত্তিক যোগ্য শিক্ষক/ ইনস্ট্রাক্টর অবশ্যই থাকতে হবে। ইনস্টিটিউট হতে হাসপাতালের দূরত্ব যৌক্তিক হতে হবে। নিরাপত্তা ও পায়ে হাঁটার পথ না হলে যানবাহণে র সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিষয়টি আবেদনের

ছকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

১৩। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি যোগ্যতাঃ

(ক) বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল প্রণীত কারিকুলাম ও ভর্তি নীতিমালার আলোকে সকল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে এবং কোর্সের মেয়াদ নির্ধারিত হবে।

(খ) বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম ব্যাচ বের হওয়ার পর ভাল ফলাফল ও প্রতিষ্ঠানের মান বিবেচনায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। যা সংরক্ষিত আসন ব্যতিরেকে অবশিষ্ট আসনের এক তৃতীয়াংশের (১/৩) অধিক হতে পারবে না। তবে বিদেশী শিক্ষার্থী না পাওয়া গেল দেশি শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে আসন পূরণ করা হবে।

১৪। কোর্স কারিকুলামঃ

(ক) বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন -২০১৬ অনুযায়ী কাউন্সিল অভিন্ন (ইউনিফর্ম ড) কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। যা নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ও সরকারের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করতঃ বাস্তবায়নযোগ্য।

(খ) ডিপ্লোমা, স্পেশালাইজেশন ও সার্টিফিকেট কোর্সের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের পর কাউন্সিল হতে কারিকুলাম সেট সংগ্রহ করতে হবে।

১৫। জনবলঃ

(ক) নার্সিং ইনস্টিটিউট (ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের জন্য) একটি কোর্সের জন্য বা একাধিক কোর্স হলে আনুপাতিক হারে জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করতে হবেঃ

ক্রম.	পদ, সংখ্যা ও বেতনক্রম	শিক্ষাগত যোগ্যাতা	অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা
১	অধ্যক্ষ, পদ-১ (গ্রেড-৫)	(ক) বিএনএমসি হতে রেজিস্টার্ড নার্স/মিডওয়াইফ; (খ) নার্সিং/মিডওয়াইফারি/সমমানের কোর্সে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; (গ) পিএইচডি ডিগ্রিধারী অগ্রাধিকার।	নার্সিং শিক্ষকতায় ১০ বছর, প্রশাসনিক ৫ (পাঁচ) বছর ও ৫ (পাঁচ) বছর ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা। অথবা উপাধ্যক্ষ/অধ্যাপক হতে পদোন্নতির মাধ্যমে।
২	উপাধ্যক্ষ-১ (গ্রেড-৬)	বিএনএমসি হতে রেজিস্টার্ড, নার্সিং/মিডওয়াইফারি কোর্সে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।	একটি কোর্স হলে একজন উপাধ্যক্ষ (একাধিক কোর্স হলে জ্যেষ্ঠ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একাধিক/প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোর্স কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ, যাদের অভিজ্ঞতা নার্সিং শিক্ষকতায় ১০ বছর এবং প্রশাসনিক ও ক্লিনিক্যাল ৫ (পাঁচ)।
৩	প্রভাষক (লেকচারার)-৪ (গ্রেড-৯)	বিএনএমসি হতে রেজিস্টার্ড, নার্সিং/মিডওয়াইফারি বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।	কমপক্ষে ৫ বছর শি ক্ষকতা বা নার্সিং সুপারভাইজার হিসেবে চাকরির অভিজ্ঞতা।
৪	ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর-৩ (গ্রেড-১০)	বিএনএমসি হতে রেজিস্টার্ড নার্স ও মিডওয়াইফ।	-
৫	লাইব্রেরীয়ান-১ (গ্রেড-১০)	লাইব্রেরী সাইন্সে ডিপ্লোমা	-
৬	প্রধান সহকারী-১ (গ্রেড-১১)	যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাশ	সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা বা প্রয়োজনীয় শিক্ষাগতযোগ্যতা।
৭	হাউজ কিপার (মহিলা)-১ (গ্রেড-১১)	যে কোন বিষয়ে ন্যুনতম স্নাতক পাশ	৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা, বয়স ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অন্যান্য যোগ্যতা।
৮	হিসাব রক্ষক-১ (গ্রেড-১২)	বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর পাশ।	আবশ্যিকভাবে হিসাব রক্ষণের কাজে দক্ষতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা।
৯	ল্যাব টেকনিশিয়ান-২ (গ্রেড-১২)	এসএসসিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা (মেডিকেল টেকনোলজিস্ট)।	সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ।
১০	কম্পিউটার অপারেটর (কোর্সপ্রতি-১জন)(গ্রেড-১৫)	যে কোন বিষয়ে অন্যুন স্নাতক পাশ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা।	আবশ্যিকভাবে দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা।
১১	অফিস সহকারী (কোর্সপ্রতি-১জন)(গ্রেড-	যে কোন বিষয়ে ন্যুনতম এইচএসসি পাশ	আবশ্যিকভাবে দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা।

	১৫)		
১২	ক্যাশিয়ার-১ (গ্রেড-১৫)	বাণিজ্যে স্নাতক পাশ	-
১৩	অফিস সহায়ক-২/ আয়া-৩/ দপ্তরি/ল্যাব এটেনডেন্ট (প্রতিটির-১)(গ্রেড-১৮)	এসএসসি পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা	-
১৪	গাড়ী চালক-১ (গ্রেড-১৫)	৮ম শ্রেণী পাশ, ভারী লাইসেন্সসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	-
১৫	দারোয়ান-২/ নৈশ প্রহরী-২/ মালী-১/ পরিচ্ছন্নতা কর্মী-২ (গ্রেড-২০)	৮ম শ্রেণী পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	-
১৬	বাবুর্চি-২ (গ্রেড-২০/ নির্ধারিত বেতন গ্রেডের বেশি প্রদানের জন্য সাকুল্যে)	৫ম শ্রেণী পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	অধিক লোকের রান্নার কাজে অভিজ্ঞ।
১৭	মশালচী-২ (গ্রেড-২০)	৫ম শ্রেণী পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	-
১৮	টেবিলবয় (মহিলা)-২/ আয়া (হোস্টেল-১ , ডাইনিং-১) (গ্রেড-২০)	৫ম শ্রেণী পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	-

(খ) শিক্ষক ও জনবলের পদের নাম, পদ সংখ্যা, বেতন-স্কেল, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুসরনীয়।

১৬। বেতন ভাতাদি প্রদানঃ
(ক) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি প্রদান করবে। তবে তা কোনক্রমেই সরকারি বেতন কাঠামোর কম হবে না।

(খ) আর্থিক লেনদেন স্বচ্ছতার জন্য বেতন ভাতাদি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

১৭। আবেদনের ফি এবং এফডিআরঃ
(ক) প্রতিটি কোর্সের পৃথক আবেদনের সাথে ফি বাবদ (অফেরতযোগ্য সার্ভিস চার্জ) ‘‘বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল’’ এর অনুকূলে ১ (এক লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জমা দিতে হবে। পুনঃআবেদন/পুনঃপরিদর্শনের ক্ষেত্রে উক্ত ফি-এর অতিরিক্ত ৫০% হারে পরিশোধ করতে হবে।

(খ) ডিপ্লোমা ইন-নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সের জন্য ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা তফশিলী ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট (এফডিআর) করতে হবে।

(গ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার লক্ষ্যে আবশ্যিকভাবে প্রতিটি কোর্সের জন্য পৃথক পৃথক প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নামে স্থায়ী আমানত হিসেবে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলকে লিয়েন (সংরক্ষণ) করে গচ্ছিত রাখতে হবে।

(ঘ) কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রত্যয়ন ব্যতিত ব্যাংকে গচ্ছিত এফডিআর নগদায়ন (ভাঙ্গানো) বা উত্তোলন করা যাবে না মর্মে ব্যাংক সার্টিফিকেট এর কপি আবেদনের সাথে প্রদান করতে হবে। উক্ত এফডিআর (চেক) এর কপি আবেদনের সাথে যুক্ত করতে হবে ও মূল কপি প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতঃ প্রতিটি পরিদর্শনে কমিটিকে সার্টিফিকেটসহ তা প্রদর্শন করতে হবে। গচ্ছিত টাকার মুনাফা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা হবে যা স্থানীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা যাবে।

১৮। আসন সংখ্যাঃ
(ক) প্রথম ব্যাচে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ কোর্স সম্পন্ন হবার পরেই প্রতিষ্ঠানের মান পরীক্ষা করে ৫০ (পঞ্চাশ) এর অধিক আসন বাড়ানোর আবেদন করা যাবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী দুই থেকে পাঁচ বছরের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তদস্থলে কোন প্রতিষ্ঠান সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্তির তিন বছর অতিক্রম করার পরও প্রদত্ত শর্তাবলী প্রতিপালন , প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, অবকাঠামো এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে না পারলে পরিদর্শন কমিটি তাগিদ প্রদান বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে।

(খ) পরবর্তী দুই বা তিন ধাপে সাময়িক অনুমোদনের পর সন্তোষজনক অবস্থান অর্জনকারি প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তীতে অনুমোদনের ক্ষেত্রে

সাময়িক কথাটি বাদ দিয়ে অনুমোদনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অনুমোদিত আসনের চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি বা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে বদলী করে এনে অতিরিক্ত সংখ্যা বর্ধিত করা যাবে না।

১৯। সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা:
(ক) প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসনের ৫ (পাঁচ) শতাংশ দেশের, দরিদ্র, মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(খ) উপযুক্ত প্রার্থীগণ সরাসরি "রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল" বরাবর আবেদন করবে। আবেদনের কপি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) কাউন্সিল স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ , নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে সভা আহ্বান করবেন। প্রথম সভায় প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নির্ধারণ করবে এবং পরবর্তী সভায় আবেদন যাচাই -বাছাইঅন্তে সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ করবে।

২০। কাউন্সিলের স্বীকৃতি বা অধিভূক্তিঃ
(ক) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সাময়িক অনুমোদনপত্র ইস্যুর ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি/ অধিভুক্তি ফি (এ্যাফিলিয়েশন ফি) প্রদান করে অধিভুক্তি গ্রহণের জন্য কাউন্সিলে আবেদন করবে, যা প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে। কাউন্সিল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার স্বীকৃতি পত্রে নিয়মাবলী, শিক্ষার্থী নিবন্ধনের শর্তাদি লিখিতভাবে অবগত করবে।

(খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদন এবং কাউন্সিলের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা/স্পেশলাইজেশন/সার্টিফিকেট কোর্সেরে একাডেমিক সনদ প্রদান কেবলমাত্র বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল ক্ষমতা সংরক্ষন করে।

(গ) বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন-২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৮ নং আইন) এবং সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা, কারিকুলাম, নীতিমালা, সিদ্ধান্ত ও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সদ্য পাশকৃত সকল পর্যায়ের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংক্রান্ত কোর্সের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে পেশাগত নিবন্ধন প্রদান করবে।

২১। বাজেট, অডিট ও তদসংশ্লিষ্ট শর্তাবলী:
(ক) বাজেট বরাদ্দঃ নার্সিং কোর্স পরিচালনায় ব্যয়ভার বহনের সক্ষমতার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত পরিমান বাৎসরিক অর্থের সংস্থান (ফান্ড) থাকতে হবে এবং প্রাথমিক আবেদনপত্রের সাথে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণাদি পেশ করতে হবে।

(খ) অডিটঃ প্রাথমিক আবেদনের সাথে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের মূল প্রতিষ্ঠান/ পূর্বের প্রতিষ্ঠানটি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী রেজিস্টার্ড অডিট ফার্ম দ্বারা প্রতি আর্থিক বৎসরের অডিট করে অডিট রিপোর্ট কাউন্সিলে জমা দিতে হবে।

(গ) আয়কর ও মূল্য সংযোজন করঃ প্রাথমিক আবেদনের সাথে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের মূল প্রতিষ্ঠান/ পূর্বের প্রতিষ্ঠানটি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ট্যাক্স ও ভ্যাট প্রদানের প্রমাণ পত্র দাখিল করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)| পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের পর এটি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে গর্ভনিং বডির অনুমোদনক্রমে বই আকারে প্রকাশ পূর্বক কাউন্সিলে দাখিল করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

নার্সিং কলেজ (বিএসসি নার্সিং ও পোস্ট-বেসিক বিএসসি) স্থাপনের শর্তাবলী

(নার্সিং ইনস্টিটিউটকে কলেজ উন্নীত করার ক্ষেত্রে মৌলিক শর্তাবলীর অতিরিক্ত ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে)

২২। আবেদনের নিয়মাবলীঃ
(ক) বেসরকারি পর্যায়ে আগ্রহীগণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/চেয়ারম্যান /ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাম ও পদবী উল্লেখ পূর্বক "প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এবং সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ , স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় " বরাবর আবেদন দাখিল কর বেন। অবশ্যই আবেদনের একটি অনুলিপি "রেজিস্ট্রার এবং সদস্য-সচিব , বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল" এর নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(খ) আবেদনের ছক ও অন্যান্য তথ্যসমূহ বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউ ন্সিলের ওয়েব সাইট হতে সংগ্রহ করে প্রজেক্ট

প্রোফাইল যুক্ত আবেদন জমা দিতে হবে। নীতিমালা অনুযায়ী সকল কাগজপত্র ও ফি (সার্ভিস চার্জ) এর রশিদ কাউন্সিল হতে ইস্যুর দিন আবেদন জমার তারিখ বলে গণ্য হবে। অসম্পূর্ণ/ ত্রুটিপূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

(গ) কাউন্সিলের আইন, বিধি, প্রবিধি ও সরকারি নীতিমালার বিধিবিধান যথাযথ প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রস্তাবিত নার্সিং কলেজের নাম, কোর্সের নাম (শুরুতেই বিএসসি ইন নার্সিং ও তৎসংগে/পরবর্তীতে পোস্ট-বেসিক বিএসসি) ও চাহিত আসন সংখ্যা ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) হতে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) টির মধ্যে সক্ষমতা অনুযায়ী উল্লেখ পূর্বক আবেদন করা যাবে। আবেদনের সাথে কলেজের পূর্ণ কাঠামো তথা, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারি অধ্যাপক, অন্যান্য ইনস্ট্রাক্টর ও জনবলের বিবরণী এবং ৩০ (ত্রিশ) হাজার বর্গফুট স্পেসের ভৌতঅবকাঠামোর সকল কক্ষের আয়তন বিভাজন (বিবরণী) স্থপতি/প্রকৌশলীর স্বাক্ষর, তারিখ ও নামের সীলমোহরসহ দাখিল করতে হবে।

(ঘ) নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করার ক্ষেত্রে পূর্বের সকল শর্তাবলী পূরনের পর আনুপাতিক হারে সকল উপাদান বৃদ্ধি সাপেক্ষে ডিপ্লোমা ও বিএসসি ইন নার্সিং উভয় কোর্স পাশাপাশি চালুর আবেদন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি "নার্সিং কলেজ" নামে নামকরণ হবে।

(ঙ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান আইন, বিধি, প্রবিধি ও নীতিমালার নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে মেনে চলবে মর্মে প্রচলিত মূল্যমানের নন-জ্যুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে মূলকপি আবেদন পত্রের সাথে কাউন্সিলে জমা দিতে হবে|

(চ) আবেদনের সাথে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর বাস্তব অবস্থা (শ্রেণীকক্ষ, অধ্যক্ষ ও শিক্ষককক্ষ, ল্যাব ইত্যাদি) এর স্থিরচিত্র ও ভিডিও (এডিটিং না করে) দাখিল করতে হবে (সম্ভব হলে পাওয়ার পয়েন্টে)।

২৩। <u>প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনঃ</u>
(ক) নীতিমালার সকল শর্তাবলী যথাযথ প্রতিপালন সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট "পরিদর্শন কমিটি" প্রজেক্ট প্রোফাইল এবং স্থির চিত্র ও ভিডিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্তোষজন ক প্রতীয়মান হলে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শন কমিটির সদস্য-সচিব কর্তৃক প্রস্তাবের পর সভাপতির সম্মতির প্রেক্ষিতে সদস্য-সচিব পরিদর্শনের পত্র ইস্যু করবেন।

(খ) <u>পরিদর্শন কমিটি:</u>

১) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব (নার্সিং শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	-সভাপতি
২) পরিচালক/উপযুক্ত প্রতিনিধি (শিক্ষা শাখা), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	-সদস্য
৩) অধ্যক্ষ, নার্সিং কলেজ (ঢাকা মহানগরী)	-সদস্য
৪) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল	-সদস্য সচিব

২৪। <u>প্রতিষ্ঠান অনুমোদন/ আবেদন নিস্পত্তির নিয়মঃ</u>
(ক) আবেদনকারি প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক " পরিদর্শন প্রতিবেদন" স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের ক্ষেত্রে "নীতিনির্ধারণী কমিটি"র সভার আলোচ্যসূচিতে উপস্থাপন পূর্বক পর্যালোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ প্রতিষ্ঠান সাময়িক অনুমোদনের পত্র ইস্যু করবে।

(খ) অনঅনুমোদনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠানকে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে পত্র দ্বারা অবহিত করবে। সরকার এ বিষয়ে অনঅনুমোদন/অনাপত্তি/স্থগিত/বাতিল/ পুনঃঅনুমোদনের ক্ষমতা সংরক্ষন করে।

২৫। <u>স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স অনুমোদন সংক্রান্ত কমিটিঃ</u>
(ক) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পরিদর্শন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে "নীতিনির্ধারনী কমিটি" বেসরকারি পর্যায়ে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। এই কমিটি বছরে অন্ততঃপক্ষে দুই বার সভায় বসবে এবং পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

<u>(খ) নীতিনির্ধারণী কমিটিঃ</u>

১) প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এবং সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	-সভাপতি
২) অতিরিক্ত সচিব (চিশি),স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	-সদস্য
৩) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর	-সদস্য
৪) মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	-সদস্য
৫) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (নার্সিং শিক্ষা) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	-সদস্য
৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-সদস্য

৭) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) -সদস্য
৮) ডীন. ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন/নার্সিং (সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়) -সদস্য
৯) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল -সদস্য
১০) অধ্যক্ষ, সরকারি নার্সিং কলেজ (বিএনএমসি প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
১১) অধ্যক্ষ, বেসরকারি নার্সিং কলেজ (বিএনএমসি প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
১২) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, (নার্সিং শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ -সদস্য সচিব

(গ) কাউন্সিলের আইন, বিধি, প্রবিধি ও সরকারি নীতিমালার বিধিবিধান যথাযথ প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রস্তাবিত নার্সিং কলেজের নাম, কোর্সের নাম ও চাহিত আসন সংখ্যা ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) ও সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) টির মধ্যে উল্লেখ পূর্বক আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে কলেজর পূর্ণ কাঠামো পেশ করতে হবে।

(ঘ) নিয়মিত কোর্স চলাকালে পরিদর্শন কমিটি প্রথম ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বৎসরে ন্যূনতম ১ (এক) বার এবং পরবর্তীতে প্রতি ২ (দুই) বছর পরপর ন্যূনতম ১ (এক) বার উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে। এছাড়াও কাউন্সিল যে কোন সময় তাৎক্ষনিক পরিদর্শন করতে পারবে।

২৬। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাতঃ

(ক) শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপাত তাত্ত্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০:১ জন (বিষয়ভিত্তিক) এবং ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ৮:১ জন; যা সকল কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(খ) সার্বক্ষনিক বিষয়ভিত্তিক নার্স-শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। প্রয়োজনে খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে, কোনক্রমেই এক চতুর্থাংশ (১/৪) বেশি খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যাবে না। এটি সকল কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(গ) শিক্ষকগণকে অবশ্যই বিএসসি ইন নার্সিং এর পেশা গত নিবন্ধন থাকতে হবে এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

২৭। জমি/জায়গাঃ

(ক) জমিঃ প্রতি শিক্ষাবর্ষে (ব্যাচে) অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিষ্ঠানের নামে নিজস্ব কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) হাজার বর্গফুটের একাডেমিক ভবন থাকতে হবে।

(খ) নীতিমালায় যা বিধৃত থাকুক না কেন সকল নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেবলমাত্র একাডেমিক ভবনের জন্য ৫ বা সর্বোচ্চ ৭ বছরের মধ্যে ন্যূনতম নিম্নোক্ত পরিমাণ জায়গায় নিজস্ব নার্সিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করতে হবেঃ

ক্রম.	এলাকা	ন্যূনতম জায়গার পরিমাণ
(১)	ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর মধ্যে	৭.৫০ (সাত দশমিক পাঁচ শূন্য) কাঠা
(২)	অন্যান্য সিটি করপোরেশন	২০ (বিশ) কাঠা
(৩)	জেলা শহর/ পৌরসভা	১ বিঘা (তেত্রিশ শতাংশ)
(৪)	উপজেলা/ অন্যান্য এলাকায় (১০০ শয্যা হাসপাতাল সংলগ্ন)	৩ বিঘা

(গ) নিজস্ব জায়গা বা ভবন (কমপ্লেক্স) এর পরিবর্তে ভাড়া বা লীজ নিয়ে প্রাথমিকভাবে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ৩০ (ত্রিশ) হাজার বর্গফুট স্পেসে প্রতিষ্ঠান চালুর আবেদন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সন্তোষজনক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় আরও দুই বছরসহ মোট সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বছরের জন্য (নির্মাণাধিন প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে স্থানান্তরের সময়) বৃদ্ধি করতে পারবে। ভাড়া /লিজ/দান/অন্য উপায়ে ব্যবহৃত স্পেসের হালনাগাদ কাগজপত্রসহ চুক্তিনামা নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। আবেদনে বর্ণিত স্থান ব্যতিত অন্য কোন স্থানে প্রতিষ্ঠান চালু করা যা বে না। পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এ বিধান ভঙ্গ করলে তা প্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণ রূপে গণ্য হবে। নির্মাণ না হওয়ার ক্ষেত্রে জমির হালনাগাদ খাজনার রশিদসহ সঠিক মালিকানা প্রমাণের যাবতীয় দলিলপত্র দাখিল করতে হবে, নিজস্ব জায়গা যৌক্তিক পরিমাণ হতে হবে।

(ঘ) ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতে স্থান (স্পেস) নীতি অনুসরণ করতঃ এবং আসন সংখ্যা /শিক্ষার্থী বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে ভবনের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে।

২৮। একাডেমকি অবকাঠামো:

(ক) ভবন নির্মাণের কোড, ফায়ার সার্ভিস এর বিধান নিশ্চিত, পরিবেশ আইন এবং আনুসাঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে নির্মি ত ভবনে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

(খ) ছাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী (ব্যাচ ভিত্তিক) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। শুরুতেই কমপক্ষে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জনের সংকুলান থাকতে হবে। যাতে ছাত্রী দের নিরাপত্তার মধ্যে সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে কোর্স চালুর জন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবেঃ

(১) ডিজিটাল শ্রেণী কক্ষ প্রতি ৫০ জনে-১ টি করে, তবে শুরুতেই কমপক্ষে ৩টি শ্রেণী কক্ষ প্রস্তুত করতে হবে (প্রতিটির আয়তন ন্যূনতম ৪০০ বর্গফুট, যাতে মাল্টিমেডিয়া, স্ক্রিন ও ল্যাপটপ/কম্পিউটার ও হোয়াইট বোর্ড থাকবে)।

(২) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুজ্জিত ন্যূনতম ৫ টি ল্যাবরেটরি থাকতে হবে ; যথা: (ক) নার্সিং, (খ) মিডওয়াইফারি, (গ) এনাটমি ও ফিজিওলজি, (ঘ) নিউট্রিশন ও মাইক্রোবায়োলজি, (ঙ) ইংলিশ ও কম্পিউটার ল্যাব। প্রতিটি ল্যাবের ন্যূনতম স্পেস ৫০০ বর্গফুট।

(৩) অধ্যক্ষ এর কক্ষ , কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত (শিক্ষকদের নিয়ে সভা করার উপযোগী /স্পেস ৫০০ বর্গফুট) এবং অধ্যক্ষ এর কক্ষ সংলগ্ন পিএ এর কক্ষ (স্পেস ৫০০ বর্গফুট)।

(৪) উপাধ্যক্ষ এর কক্ষ-১ টি (স্পেস ৪০০ বর্গফুট)।

(৫) প্রভাষক ও অন্যান্য শিক্ষাকগণের পদ অনুযায়ী একাধিক কক্ষ (প্রতিটি ৫০০ বর্গফুট)।

(৬) অডিটোরিয়াম (প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত/ সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠান উপযোগী)।

(৭) সভাকক্ষ/কনফারেন্স রুম (প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত/কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়ে সভা করার উপযোগী)।

(৮) জেনারেল অফিস রুম-১ টি (কোর্স অনুযায়ী দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পাদন ও নথি সংরক্ষণের উপযোগী স্পেস সম্পন্ন)।

(৯) হিসাব রক্ষক, ক্যাশিয়ার কক্ষ-১ টি (গোপনীয় ও আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন ও সংরক্ষণের উপযোগী)।

(১০) অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষ-১ টি (আইটি সুযোগ সুবিধাসহ)।

(১১) স্টোর রুম ও রেকর্ড রুম -১ টি (প্রতিটি শিক্ষার্থীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রেকর্ড সংরক্ষণ এবং স্টেশনারী দ্রবাদি স্টক রাখার উপযোগী স্পেস)।

(১২) একাডেমিক এলাকায় প্রসাধনাগার (ওয়াশরুম) আনুপাতিক হারে প্রতি ১০ জনে ১ টি করে। ন্যূনতম ৫ টি থাকতে হবে।

(১৩) কমন রুম-১ টি সুপরিসর (প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত)।

(১৪) লাইব্রেরি রুম -১ টি; যেখানে লাইব্রেরিয়ান, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরি সহকারী, অফিস সহায়ক নিযুক্ত থাকবেন। এখানে হালনাগাদ, পাঠ্যপুস্তক (বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মীয়, ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য, ম্যাগাজিন, জার্নাল, দৈনিক পত্রিকাসহ) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত)। ন্যূনতম স্পেস ২ (দুই হাজার) বগফুট।

(১৫) প্রেয়ার রুম-১ টি।

২৯। হোস্টেল/আবাসিকঃ

(ক) ভবন নির্মাণের কোড, ফায়ার সার্ভিস এর বিধান নিশ্চিত, পরিবেশ আইন এবং আনুসাঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে নির্মিত ভবনে আবাসিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। হোস্টেলের দূরুত্ব একাডেমিক ভবনের থেকে অন্ততঃ ২০০ গজের অতিরিক্ত হলে গাড়ীর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(খ) ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী (ব্যাচ ভিত্তিক) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। শুরুতে ই কমপক্ষে ২০০ জনের সংকুলান থাকতে হবে। যাতে ছাত্র -ছাত্রী নিরাপত্তার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে কোর্স চালুর জন্য নিম্নোক্ত স্টাফ নিয়োগ করতে হবেঃ

(১) জনবলঃ হোস্টেল সুপার /হাউজ কিপার , আয়া, নৈশ প্রহরী , দারোয়ান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী , মশালচি, বাবুর্চি, টেবিল বয় (মহিলা অগ্রাধিকার); তবে একান্তই প্রয়োজন হলে (কাজের ধরণ বিবেচনায় মুচলেকাসহ ন্যূনতম ৪৫ বৎসর বয়স্ক পুরষ নিয়োগ করা যেতে পারে)।

(২) হোস্টেলে আবাসিক রুম-ছাত্রী যৌক্তিক অনুপাত রক্ষা করতে হবে (জনপ্রতি আয়তন ৭০ বর্গফুট);

(৩) প্রসাধন কক্ষ (ওয়াশরুম)-ছাত্রী অনুপাতঃ ১:১০;

(৪) অভিভাবক অপেক্ষাকক্ষ (ওয়েটিং রুম) এবং সম্ভব হলে গেস্ট রুম;

(৫) প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলনা, দেয়াল ঘড়ি, ড্রেসিং টেবিল- কক্ষপ্রতি-১ টি;

(৬) বেড ও টেবিল-চেয়ার: জনপ্রতি -১ টি;

(৭) রিডিং রুম, স্বাস্থ্য সম্মত আনুপাতিক পরিসরে রান্নাঘর (কিচেন), স্টোর, ডাইনিং টেবিল, বেসিন, ওয়াশরুম;

(৮) ইনডোর গেমসের পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা থাকতে হবে;

(৯) টেলিভিশন কক্ষ (আসবাবপত্রসহ);

(১০) হোস্টেল কর্মচারীদের জন্য নিরাপদ ও সুশৃংখল আবাসন ব্যবস্থা;

(১১) সম্ভব হলে খেলার মাঠ বরাদ্দ করা।

৩০। শিক্ষার আবশ্যকীয় উপকরণঃ

(ক) বিষয় ভিত্তিক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য নিম্নোক্ত উপকরণ যেমনঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার, টেবিল, বুকসেলফ, র্যা ক, হ্যাঙ্গার, স্কেলিটন, সিমুলেটর, মানবদেহের প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাড়, মার্কার বোর্ড, সাউন্ড সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া, অডিও ভিজ্যুয়াল

সিস্টেম, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সুবিধা, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট চিত্র, ব্যানার পোস্টার, বই, বুকলেট ইত্যাদি থাকতে হবে।

(খ) ৫ টি ল্যাবে পৃথক পৃথক উপকরণাদি সমন্বয়ে সুসজ্জিত থাকতে হবে।

৩১। ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিসের আবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাঃ

(ক) বেসরকারি পর্যায়ে বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু করতে হলে আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অথবা ন্যূনতম ১০০ বেডের জেনারেল হাসপাতাল থাকতে হবে। সেখানে মেডিকেল, সার্জিক্যাল, গাইনী, ইউরোলজী, নিউরোলজী, অর্থোপেডিক, নাক-কান-গলা, চক্ষু, চর্ম, শিশুসহ বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। হাসপাতালের অনুমোদন পত্র ও হালনাগাদ লাইসেন্সের কপি সংযুক্ত করতে হবে। আনুপাতিক হারে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা না বাড়লে বর্ধিত আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন করা যাবে না। হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আসন সংখ্যা/ শিক্ষার্থী বৃদ্ধির সাথে সাথে হাসপাতালের বেড সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও স্পেশালাইজেশন নার্সিং কোর্স চালু করতে চাইলে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল থাকতে হবে।

(খ) হাসপাতালে প্র্যাক্টিসের সময় শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক / ইনস্ট্রাক্টর অবশ্যই থাকতে হবে। কলেজ হতে হাসপাতালের দূরত্ব যৌক্তিক হতে হবে। নিরাপত্তা ও পায়ে হাঁটার পথ না হলে যানবাহণের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিষয়টি আবেদনের ছকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩২। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি যোগ্যতাঃ

(ক) বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল প্রণীত কারিকুলাম ও ভর্তি নীতিমালার আলোকে সকল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে এবং কোর্সের মেয়াদ নির্ধারিত হবে।

(খ) বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম ব্যাচ বের হওয়ার পর ভাল ফলাফল ও প্রতিষ্ঠানের মান বিবেচনায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। তা সংরক্ষিত আসন ব্যতিরেকে অবশিষ্ট আসনের এক তৃতীয়াংশের (১/৩) অধিক হতে পারবে না। বিদেশী শিক্ষার্থী না পাওয়া গেলে দেশি শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে শূন্য আসন পূরণ করা হবে।

৩৩। কোর্স কারিকুলামঃ

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন -২০১৬ অনুযায়ী কাউন্সিল অভিন্ন (ইউনিফর্ম ড) কারিকুলাম প্রণয়ন ও দেশে বাস্তবায়ন করবে। যা নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ও সরকারের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করতঃ বাস্তবায়নযোগ্য। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স পরিচালনার ক্ষেত্রে কাউন্সিল অনুমোদিত কারিকুলাম স্ব-স্ব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটে র অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করবে।

৩৪। জনবলঃ

(ক) নার্সিং কলেজ (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহের জন্য) একটি কোর্সের জন্য একাধিক কোর্স হলে আনুপাতিক হারে জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করতে হবেঃ

ক্রম.	পদ, সংখ্যা ও বেতনক্রম	শিক্ষাগত যোগ্যাতা	অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা
১	অধ্যক্ষ, পদ-১ (গ্রেড-৪)	(ক) বিএনএমসি রেজিস্টার্ড নার্স/মিডওয়াইফ; (খ) নার্সিং/মিডওয়াইফারি/সমমানের কোর্সে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; (গ) পিএইচডি ডিগ্রিধারী অগ্রাধিকার।	নার্সিং শিক্ষকতায় ১০ বছর, প্রশাসনিক ৫ (পাঁচ) বছর ও ৫ (পাঁচ) বছর ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা। অথবা উপাধ্যক্ষ/অধ্যাপক হতে পদোন্নতির মাধ্যমে।
২	অধ্যাপক, পদ মেজর বিষয়ভিত্তিক-১ টি করে (গ্রেড-৬)	(ক) বিএনএমসি হতে রেজিস্টার্ড নার্স/মিডওয়াইফ; (খ) নার্সিং/মিডওয়াইফারি/সমমানের কোর্সে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; (গ) পিএইচডি ডিগ্রিধারী অগ্রাধিকার।	কমপক্ষ ৫ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।
৩	উপাধ্যক্ষ-১ (গ্রেড-৬)	(ক) বিএনএমসি হতে রেজিস্টার্ড নার্স/মিডওয়াইফ; (খ) নার্সিং/মিডওয়াইফারি/সমমানের কোর্সে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; (গ) পিএইচডি ডিগ্রিধারী অগ্রাধিকার।	একটি কোর্স হলে একজন উপাধ্য ক্ষ (একাধিক কোর্স হলে জ্যেষ্ঠ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একাধিক/প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগীয় প্রধান/ কোর্স কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ)। (অধ্যাপক /সহযোগী অধ্যাপক/ সহকারী অধ্যাপকগণের মধ্য থেকে)

৪	সহযোগী অধ্যাপক, পদ মেজর বিষয়ভিত্তিক-২ টি করে (গ্রেড-৭)	বিএনএমসি রেজিস্টার্ড, নার্সিং/মিডওয়াইফারি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাশ	কমপক্ষ ৫ বছর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।
৫	সহকারি অধ্যাপক-১০ পদ মেজর বিষয়ভিত্তিক-২ টি করে (গ্রেড-৮)	বিএনএমসি রেজিস্টার্ড, নার্সিং/মিডওয়াইফারি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাশ	কমপক্ষে ৫ বছর প্রভাষক হিসেবে শি ক্ষকতার অভিজ্ঞতা।
৬	প্রভাষক (লেকচারার)পদ মেজর বিষয়ভিত্তিক-৪ টি করে (গ্রেড-৯)	বিএনএমসি রেজিস্টার্ড, নার্সিং/মিডওয়াইফারি বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।	কমপক্ষে ৫ বছর শি ক্ষকতা বা নার্সিং সুপারভাইজার হিসেবে চাকরির অভিজ্ঞতা।
	ক্লিনিক্যাল-৩ (গ্রেড-১০)	বিএনএমসি রেজিস্টার্ড নার্স ও মিডওয়াইফ। নার্সিং/মিডওয়াইফারিতে স্নাতক পাশ/ অভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা প্রযোজ্য।	-
১০	লাইব্রেরীয়ান-১ (গ্রেড-৯)	লাইব্রেরী সাইন্সে স্নাতক	-
১১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১ (গ্রেড-১০)	যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাশ	সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা বা প্রয়োজনীয় শিক্ষাগতযোগ্যতা।
১২	প্রধান সহকারী-১ (গ্রেড-১১)	যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাশ	সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা বা প্রয়োজনীয় শিক্ষাগতযোগ্যতা।
১৩	হাউজ কিপার (মহিলা)-১ (গ্রেড-১২)	যে কোন বিষয়ে ন্যুনতম স্নাতক পাশ	৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা, বয়স ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অন্যান্য যোগ্যতা।
১৪	হিসাব রক্ষক-১ (গ্রেড-১২)	বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর পাশ।	আবশ্যিকভাবে হিসাব র ক্ষনের কাজে দ ক্ষতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা।
১৫	ল্যাব সহকারী/ টেকনিশিয়ান-২ (গ্রেড-১২)	এসএসসি-সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা (মেডিকেল টেকনোলজিস্ট)।	সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ।
১৬	কম্পিউটার অপারেটর (কোর্সপ্রতি-১জন) (গ্রেড-১৫)	যে কোন বিষয়ে অনুন স্নাতক পাশ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা।	আবশ্যিকভাবে দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা।
১৭	অফিস সহকারী (কোর্সপ্রতি-১জন)(গ্রেড-১৫)	যে কোন বিষয়ে ন্যুনতম এইচএসসি পাশ	আবশ্যিকভাবে দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা।
১৮	ক্যাশিয়ার-১ (গ্রেড-১৫)	বাণিজ্যে স্নাতক পাশ	-
১৯	অফিস সহায়ক-২/ আয়া-৩/ দপ্তরি/ল্যাব এটেনডেন্ট (প্রতিটির-১) (গ্রেড-১৮)	এসএসসি পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা	-

২০	গাড়ী চালক-১ (গ্রেড-১৫)	৮ম শ্রেণী পাশ, ভারী লাইসেন্সসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	-
২১	দারোয়ান-২/ নৈশ প্রহরী-২/ মালী-১/ পরিচ্ছন্নতা কর্মী-২ (গ্রেড-২০)	৮ম শ্রেণী পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	-
২২	বাবুর্চি-২ (গ্রেড-২০)	৫ম শ্রেণী পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	অধিক লোকের রান্নার কাজে অভিজ্ঞ।
২৩	মশালচী-২ (গ্রেড-২০)	৫ম শ্রেণী পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	-
২৪	টেবিলবয় (মহিলা)-২/আয়া (হোস্টেল-১ , ডাইনিং-১) (গ্রেড-২০)	৫ম শ্রেণী পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	-

(খ) শিক্ষক ও জনবল পদের নাম, পদ সংখ্যা, বেতন-স্কেল, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতায় অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি বিধি অনুসরনীয়।

<u>৩৫। বেতন ভাতাদি প্রদানঃ</u>

(ক) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি প্রদান করবে। তবে তা কোনক্রমেই সরকারি বেতন কাঠামোর কম হবে না।

(খ) আর্থিক লেনদেন স্বচ্ছতার জন্য বেতন ভাতাদি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

৩৬। <u>আবেদনের ফি এবং এফডিআরঃ</u>

(ক) প্রতিটি কোর্সের পৃথক আবেদনের সাথে ফি বাবদ (অফেরতযোগ্য সার্ভিস চার্জ) ''বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল'' এর অনুকূলে ১ (এক লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফ ট/পে-অর্ডার জমা দিতে হবে। পুনঃআবেদন/পুনঃপরিদর্শনের ক্ষেত্রে উক্ত ফি-এর অতিরিক্ত ৫০% হারে পরিশোধ করতে হবে।

(খ) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা তফশিলী ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট (এফডিআর) করতে হবে।

(গ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার লক্ষ্যে আবশ্যিকভাবে প্রতিটি কোর্সের জন্য পৃথক পৃথক প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নামে স্থায়ী আমানত হিসেবে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলকে লিয়েন (সংরক্ষণ) করে গচ্ছিত রাখতে হবে।

(ঘ) কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রত্যয়ন ব্যতিত ব্যাংকে গচ্ছিত এফডিআর নগদায়ন (ভাঙ্গানো) বা উত্তোলন করা যাবে না মর্মে ব্যাংক সার্টিফিকেট এর কপি আবেদনের সাথে প্রদান করতে হবে। উক্ত এফডিআর (চেক) এর কপি আবেদনের সাথে যুক্ত করতে হবে ও মূল কপি প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতঃ প্রতিটি পরিদর্শনে কমিটিকে সার্টিফিকেটসহ তা প্রদর্শন করতে হবে। গচ্ছিত টাকার মুনাফা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা হবে যা স্থানীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা যাবে।

৩৭। <u>আসন সংখ্যাঃ</u>

(ক) প্রথম ব্যাচে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ কোর্স সম্পন্ন হবার পরেই প্রতিষ্ঠানের মান পরীক্ষা করে ৫০ (পঞ্চাশ) এর অধিক আসন বাড়ানোর আবেদন করা যাবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী দুই থেকে পাঁচ বছরের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তদস্থলে কোন প্রতিষ্ঠান সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্তির তিন বছর অতিক্রম করার পরও প্রদত্ত শর্তাবলী প্রতিপালন , প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, অবকাঠামো এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে না পারলে পরিদর্শন কমিটি তাগিদ প্রদান বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে।

(খ) পরবর্তী দুই বা তিন ধাপে সাময়িক অনুমোদনের পর সন্তোষজনক অবস্থান অর্জনকারি প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তীতে অনুমোদনের ক্ষেত্রে সাময়িক কথাটি বাদ দিয়ে অনুমোদনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অনুমোদিত আসনের চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি বা অন্য প্রতিষ্ঠান

থেকে বদলী করে এনে অতিরিক্ত সংখ্যা বর্ধিত করা যাবে না।

৩৮। সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা:
(ক) প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসনের ৫ (পাঁচ) শতাংশ দেশের, দরিদ্র, মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(খ) উপযুক্ত প্রার্থীগণ সরাসরি "রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল" বরাবর আবেদন করবে। আবেদনের কপি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) কাউন্সিল স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ , নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে সভা আহ্বান করবেন। প্রথম সভায় প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নির্ধারণ করবে এবং পরবর্তী সভায় আবেদন যাচাই -বাছাইঅন্তে সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ করবে।

৩৯। নার্সিং কলেজকে কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বা অধিভূক্তি প্রদানঃ
(ক) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সাময়িক অনুমোদনপত্র ইস্যুর ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি/ অধিভুক্তি ফি (এ্যাফিলিয়েশন ফি) প্রদান করে অধিভুক্তি গ্রহনের জন্য কাউন্সিলে আবেদন করবে, যা প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে। কাউন্সিল স্বীকৃতিপত্রসহ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিয়মাবলী, শিক্ষার্থী নিবন্ধনের শর্তাদি লিখিতভাবে অবগত করবে।

(খ) বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন-২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৮ নং আইন) এবং সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা, কারিকুলাম, নীতিমালা, সিদ্ধান্ত ও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী শুধুমাত্র কাউন্সিল স্বীকৃত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণদের সদ্য পাশকৃত সকল পর্যায়ের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংক্রান্ত কোর্সের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে পেশাগত নিবন্ধন প্রদান করবে।

৪০। বাজেট, অডিট ও তদসংশ্লিষ্ট শর্তাবলী:
(ক) বাজেট বরাদ্দঃ নার্সিং কোর্স পরিচালনায় ব্যয়ভার বহনের সক্ষমতার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত পরিমান বাৎসরিক অর্থের সংস্থান (ফান্ড) থাকতে হবে এবং প্রাথমিক আবেদনপত্রের সাথে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণাদি পেশ করতে হবে।

(খ) অডিটঃ প্রাথমিক আবেদনের সাথে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের মূল প্রতিষ্ঠান/ পূর্বের প্রতিষ্ঠানটি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী রেজিস্টার্ড অডিট ফার্ম দ্বারা প্রতি আর্থিক বৎসরের অডিট করে অডিট রিপোর্ট কাউন্সিলে জমা দিতে হবে।

(গ) আয়কর ও মূল্য সংযোজন করঃ প্রাথমিক আবেদনের সাথে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের মূল প্রতিষ্ঠান/ পূর্বের প্রতিষ্ঠানটি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ট্যাক্স ও ভ্যাট প্রদানের প্রমাণ পত্র দাখিল করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের পর এটি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে গর্ভনিং বডির অনুমোদনক্রমে বই আকারে প্রকাশ পূর্বক কাউন্সিলে দাখিল করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

এমএসসি নার্সিং কোর্স চালুর শর্তাবলী

(নার্সিং কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্স চালুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

৪১। আবেদনের নিয়ম ও সংশ্লিষ্ট শর্তাবলীঃ
(ক) কেবলমাত্র নিজস্ব ভবনে ও নিজস্ব হাসপাতাল সংলগ্ন স্থাপিত নার্সিং কলেজে এমএসসি নার্সিং (স্নাতকোত্তর) কোর্স পরিচালনার জন্য আবেদন করতে পারবে; (খ) প্রথমে অনুর্দ্ধ ৩০ (ত্রিশ) টি আসনের জন্য আবেদন করা যাবে, পরবর্তিতে আসন বৃদ্ধি করে ৫০ (পঞ্চাশ) পর্যন্ত উন্নীত করা যাবে; (গ) প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, পরিদর্শন কমিটি, প্রতিষ্ঠান অনুমোদন/ আবেদন নিস্পত্তির নিয়ম, বিবিধ শর্তাবলী; (ঘ) বেতন ভাতাদি; (ঙ) আবেদনের ফি; (চ) এফডিআর সম্পর্কিত; (ছ) সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা; (জ) কাউন্সিলের স্বীকৃতি বা অধিভূক্তি; (ঝ) বাজেট, অডিট ও তদসংশ্লিষ্ট শর্তাবলী; (ঞ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত; (ট) শিক্ষা উপকরণ; (ঠ) ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিসের সুযোগ-সুবিধা; (ড) ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি যোগ্যতা; (ঢ) কোর্স কারিকুলাম; সংক্রান্ত অন্যান্য অংশ নার্সিং কলেজের শর্তসমূহের অতিরিক্ত শর্ত হিসেবে পূরণ করে উপাদানসমূহ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পূর্বক আবদেন করা যাবে।

৪২। অতিরিক্ত জমি/জায়গা (স্পেস):

কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের নামে নিজস্ব ভবনে স্থাপিত নার্সিং কলেজে সফলভাবে অন্ততঃপক্ষে ৩ (তিন) টি ব্যাচ বের হওয়ার পর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পূর্বের শর্তাবলী পূরণের পর অতিরিক্ত স্পেস হিসেবে ন্যূনতম ১০ (দশ) হাজার নিজস্ব একাডেমিক জায়গা বরাদ্দ (পরিধি বৃদ্ধি) করতে হবে। নিজস্ব জায়গায় ভবন (কমপ্লেক্স) নির্মাণ না হলে এবং হাসপাতাল নিজস্ব না হলে কোনক্রমেই এমএসসি নার্সিং এর জন্য আবেদন করা যাবে না। এ সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৪৩। অতিরিক্ত একাডেমকি অবকাঠামো:

(১) অতিরিক্ত স্পেস হিসেবে প্রতিষ্ঠানের নামে নিজস্ব ন্যূনতম ১০ (দশ) হাজার বর্গফুট ডিজিটাল শ্রেণী কক্ষ প্রতি ৩০ (ত্রিশ) জনের জন্য শুরুতেই প্রতি বিষয়ের (গ্রুপের) জন্য ২টি শ্রেণী ক ক্ষ প্রস্তুত থাকতে হবে (প্রতি ক্লাসরুম অন্ততঃ ৪০০ বর্গফুট, মাল্টিমেডিয়া, স্ক্রিন ও ল্যাপটপ/কম্পিউটার)।
(২) উপাধ্যক্ষ এর কক্ষ কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত (শিক্ষকদের নিয়ে সভা করার উপযোগী/স্পেস ৪০০ বর্গফুট)।
(৪) অতিরিক্তভাবে একাডেমিক এলাকায় প্রসাধনাগার (ওয়াশরুম) আনুপাতিক হারে প্রতি ৫ জনে ১ টি করে।

৪৪। অতিরিক্ত হোস্টেল/আবাসিকঃ

এমএসসি নার্সিং (স্নাতকোত্তর) কোর্সের জন্য আসবাবপত্রসহ অতিরিক্ত আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে ছাত্র-ছাত্রী নিরাপত্তার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে কোর্স চালুর জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।
(১) হোস্টেলে আবাসিক রুম-ছাত্রী যৌক্তিক অনুপাত রক্ষা করতে হবে (জনপ্রতি ৭০ বর্গফুট);
(২) প্রসাধন কক্ষ (ওয়াশরুম)-ছাত্রী অনুপাতঃ ১:৫;
(৩) প্রয়োজণীয় সংখ্যক আলনা, দেয়াল ঘড়ি, ড্রেসিং টেবিল- কক্ষপ্রতি-১ টি;
(৪) বেড ও টেবিল-চেয়ার: জনপ্রতি-১ টি করে;

৪৫। শিক্ষক ও জনবলঃ

এমএসসি নার্সিং এর জন্য নার্সিং কলেজে বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সের পাশাপাশি আনুপাতিক হারে শিক্ষক-জনবল এবং কাঠামো বৃদ্ধি করতে হবে। যেমনঃ নার্সিং এর অতিরিক্ত একজন উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, অন্যান্য অতিরিক্ত শিক্ষকেএবং অন্যান্য জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষক ও জনবলের পদের নাম, পদ সংখ্যা, বেতন-স্কেল, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি বিধি অনুসরনীয়।

পঞ্চম অধ্যায়

স্পেশালাইজেশন নার্সিং কোর্স চালুর শর্তাবলী

(নিজস্ব বিশেষায়িত হাসপাতালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

৪৬। (ক) আবেদনের মৌলিক নিয়মাবলী, প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, পরিদর্শন কমিটি, প্রতিষ্ঠান অনুমোদন/ আবেদন নিস্পত্তির নিয়ম, সংরক্ষিত ৫% আসন বন্টন ইত্যাদি ডিপ্লোমা কোর্সের অনুরুপ শর্তাবলী ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

(খ) শিক্ষক ও জনবলের বিবরণী এবং ৩০ (ত্রিশ) হাজার বর্গফুট স্পেসের ভৌতঅবকাঠামোর সকল কক্ষের আয়তন বিভাজন (বিবরণী) স্থপতি/প্রকৌশলীর স্বাক্ষর, তারিখ ও নামের সীলমোহরসহ দাখিল করতে হবে।

(গ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান আইন, বিধি, প্রবিধি ও নীতিমালার নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে মেনে চলবে মর্মে প্রচলিত মূল্যমানের নন-জ্যুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে মূলকপি আবেদন পত্রের সাথে কাউন্সিলে জমা দিতে হবে|

(ঘ) আবেদনের সাথে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর বাস্তব অবস্থা (শ্রেণীকক্ষ, অধ্যক্ষ ও শিক্ষককক্ষ, ল্যাব ইত্যাদি) এর স্থিরচিত্র ও ভিডিও (এডিটিং না করে) দাখিল করতে হবে (সম্ভব হলে পাওয়ার পয়েন্টে)।

৪৭। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাতঃ

(ক) শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপাত তাত্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০:১ জন (বিষয়ভিত্তিক) এবং ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ৮:১ জন; যা সকল কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(খ) সার্বক্ষনিক বিষয়ভিত্তিক নার্স-শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। প্রয়োজনে খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে, কোনক্রমেই এক চতুর্থাংশ (১/৪) বেশি খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যাবে না। এটি সকল কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(গ) শিক্ষকগণকে ন্যূনতম বিএসসি ইন নার্সিং এবং সংশ্লিষ্ট স্পেশালাইজেশন কোর্সের পেশাগত নিবন্ধন থাকতে হবে এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৪৮। জমি/জায়গা (স্পেস):

(ক) কেবলমাত্র নিজস্ব ভবনে স্থাপিত হাসপাতাল সংলগ্ন পাশাপাশি বা ফ্লোর স্পেস ন্যূনতম ৮ (আট) হাজার বর্গফটের নিজস্ব একাডেমিক জায়গা বরাদ্দ (পরিধি বৃদ্ধি) করতে হবে। নিজস্ব জায়গায় ভবন (কমপ্লেক্স) না হলে কোনক্রমেই স্পেশালাইজেশন কোর্সের জন্য আবেদন করা যাবে না।

(খ) সংশ্লিষ্ট কোর্সের জন্য ব্যবহৃত জায়গা/ স্পেস বরাদ্দের আইনানুগ ও হাল নাগাদ কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। আবেদনে বর্ণিত স্থান ব্যতিত অন্য কোন স্থানে কোর্স চালু করা যাবে না এবং পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এ বিধান ভঙ্গ করলে তা প্রতিষ্ঠান / কোর্স বন্ধের কারণ রূপে গণ্য হবে।

৪৯। একাডেমিক অবকাঠামো:

(ক) ভবন নির্মাণের কোড, ফায়ার সার্ভিস এর বিধান নিশ্চিত, পরিবেশ আইন এবং আনুসাঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে নির্মিত ভবনে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

(খ) এছাড়াও নিম্নোক্ত কক্ষসমূহ প্রস্তুত করতে হবেঃ

(১) ডিজিটাল শ্রেণী কক্ষ প্রতি ২০ (বিশ) জনের জন্য শুরুতেই কমপক্ষে ২টি শ্রেণী কক্ষ প্রস্তুত থাকতে হবে (প্রতিটি কক্ষ ন্যূনতম ৩০০ বর্গফুট, মাল্টিমেডিয়া, স্ক্রিন ও ল্যাপটপ/কম্পিউটার)।

(২) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুজ্জিত ন্যূনতম ২ টি ল্যাবরেটরি থাকতে হবে; যথা: (ক) সমন্বিত (কমন) ল্যাব (নার্সিং সম্পর্কিত) এবং (খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্পেস ৪০০ বর্গফুট।

(৩) কোর্স কো-অর্ডিনেটর কক্ষ কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত (শিক্ষকদের নিয়ে সভা করার উপযোগী /স্পেস ৪০০ বর্গফুট)।

(৪) সহকারী কোর্স কো-অর্ডিনেটর কক্ষ-১ টি (স্পেস ৩০০ বর্গফুট)।

(৫) অন্যান্য শিক্ষাকগণের পদ অনুযায়ী পৃথক পৃথক কক্ষ (স্পেস ৪০০ বর্গফুট)।

(৬) অডিটোরিয়াম (প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত/ সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠান উপযোগী)।

(৭) সভাকক্ষ/কনফারেন্স রুম (প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত/কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়ে সভা করার উপযোগী)।

(৮) জেনারেল অফিস রুম-১ টি (কোর্স অনুযায়ী দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পাদন ও নথি সংরক্ষণের উপযোগী স্পেস সম্পন্ন)।

(৯) হিসাব রক্ষক, ক্যাশিয়ার কক্ষ-১ টি (গোপনীয় ও আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন ও সংরক্ষণের উপযোগী)।

(১০) একাডেমিক এলাকায় প্রসাধনাগার (ওয়াশরুম) আনুপাতিক হারে প্রতি ৫ জনে ১ টি করে। ন্যূনতম ৪ টি থাকতে হবে।

(১১) কমন রুম-১ টি সুপরিসর (প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত)।

(১২) লাইব্রেরি রুম-১ টি; যেখানে লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরি সহকারী, অফিস সহায়ক নিযুক্ত থাকবেন। এখানে হালনাগাদ পাঠ্যপুস্তক (স্পেশলাইজেশন, নার্সিং, মেডিকেল, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মীয়, ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য, ম্যাগাজিন, জার্নাল, দৈনিক পত্রিকাসহ) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত যৌক্তিক স্পেস থাকতে হবে।

(১৩) প্রেয়ার রুম-১ টি।

৫০। হোস্টেল/আবাসিকঃ

(ক) ভবন নির্মাণের কোড, ফায়ার সার্ভিস এর বিধান নিশ্চিত, পরিবেশ আইন এবং আনুসাঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে নির্মিত ভবনে আবাসিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। হোস্টেলের দূরুত্ব একাডেমিক ভবনের থেকে অন্ততঃ ২০০ গজের অতিরিক্ত হলে গাড়ীর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(খ) ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী (ব্যাচ ভিত্তিক) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। শুরুতেই কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) জনের সংকুলান (সংস্থান) করতে হবে। যাতে ছাত্র-ছাত্রী নিরাপত্তার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে কোর্স চালুর জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

(১) জনবলঃ হোস্টেল সুপার/হাউজ কিপার, আয়া, নৈশ প্রহরী, দারোয়ান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, মশালচি, বাবুর্চি, টেবিল বয়, কুক (মহিলা) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন মোতাবেক (কাজের ধরণ বিবেচনায় মুচলেকাসহ পুরষ জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে)।

(২) হোস্টেলে আবাসিক রুম-ছাত্রী অনুপাত যৌক্তিক হতে হবে (শিক্ষার্থী প্রতি ৭০ বর্গফুট);

(৩) প্রসাধন কক্ষ (ওয়াশরুম)-ছাত্রী অনুপাতঃ ১:৫;

(৪) অভিভাবক অপেক্ষাকক্ষ (ওয়েটিং রুম) এবং সম্ভব হলে গেস্ট রুম;

(৫) প্রয়োজনীয় আলনা, দেয়াল ঘড়ি, ড্রেসিং টেবিল প্রতি কক্ষে-১ টি;

(৬) বেড ও টেবিল-চেয়ার: জনপ্রতি -১ টি;

(৭) রিডিং রুম, স্বাস্থ্য সম্মত আনুপাতিক পরিসরে রান্নাঘর (কিচেন), স্টোর, ডাইনিং টেবিল, বেসিন, ওয়াশরুম;

(৮) ইনডোর গেমসের পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা থাকতে হবে;

(৯) টেলিভিশন কক্ষ (আসবাবপত্রসহ);

(১০) সম্ভব হলে হোস্টেল কর্মচারীদের জন্য নিরাপদ ও সুশৃংখল আবাসন ব্যবস্থা;

(১১) সম্ভব হলে খেলার মাঠ বরাদ্দ করা।

৫১। <u>শিক্ষার আবশ্যকীয় উপকরণঃ</u>
(ক) বিষয় ভিত্তিক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য নিম্নোক্ত উপকরণ যেমনঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার , টেবিল, বুকসেলফ, র্যা ক, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি , হ্যাঙ্গার, স্কেলিটন, সিমুলেটর, মানবদেহের প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাড় , মার্কার বোর্ড, সাউন্ড সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া, অডিও ভিজ্যুয়াল সিস্টেম, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সুবিধা, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট চিত্র, ব্যানার পোস্টার, বই, বুকলেট ইত্যাদি থাকতে হবে।
(খ) বিশেষায়িত হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট সকল ল্যাব এবং ১ টি সমন্বিত (কমন) ল্যাবে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সমন্বয়ে সুসজ্জিত থাকতে হবে।

৫২। <u>ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিসের আবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাঃ</u>
সংশ্লিষ্ট কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্পেলাইজেশন বিষয়ে ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিস ও ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য অবশ্যই সংলগ্ন পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত হাসপাতাল থাকতে হবে। সেখানে বিভিন্ন বিভাগে চিকি ৎসা প্রদানের সুবিধা সম্বলিত হাসপাতালের অনুমোদন পত্র ও হালনাগাদ লাইসেন্সের কপি সংযুক্ত করতে হবে। হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান একই ভবনে বা সংলগ্ন হতে হবে অর্থাৎ স্পেশালাইজেশন নার্সিং কোর্স চালু করতে চাইলে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল বাধ্যতামূলক।

(খ) হাসপাতালে প্র্যাক্টিসের সময় শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক / ইনস্ট্রাক্টর অবশ্যই থাকতে হবে। ইনস্টিটিউট হতে হোস্টেলের দূরত্ব যৌক্তিক এবং নিরাপত্তা ও পায়ে হাঁটার পথ হতে হবে। অন্যথায় রুটিন অনুযায়ী যানবাহনের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিষয়টি আবেদনের ছকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫৩। <u>ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি যোগ্যতাঃ</u>
(ক) বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল প্রণীত কারিকুলাম ও ভর্তি নীতিমালার আলোকে সকল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে এবং কোর্সের মেয়াদ নির্ধারিত হবে।

(খ) বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম ব্যাচ বের হওয়ার পর ভাল ফলাফল ও প্রতিষ্ঠানের মান বিবেচনায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। তা সংরক্ষিত আসন ব্যতিরেকে অবশিষ্ট আসনের এক তৃতীয়াংশের (১/৩) অধিক হতে পারবে না।

৫৪। <u>কোর্স কারিকুলামঃ</u>
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন -২০১৬ অনুযায়ী কাউন্সিল অভিন্ন (ইউনিফর্ম ড) কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। যা নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ও সরকারের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করতঃ বাস্তবায়নযোগ্য।

৫৫। <u>জনবলঃ</u>
স্পেশালাইজেশন কোর্সসমূহের জন্য আনুপাতিক হারে জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করতে হবেঃ

ক্রম.	পদ, সংখ্যা ও বেতনক্রম	শিক্ষাগত যোগ্যাতা	অতিরিক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	কোর্স কো-অর্ডিনেটর (অধ্যক্ষ পদ মর্যাদার) পদ-১ (গ্রেড-৪)	বিএনএমসি হতে রেজিস্টার্ড, নার্সিং/মিডওয়াইফারি কোর্সে ন্যুনতম স্নাতক ডিগ্রি।	(ক) সংশ্লিষ্ট স্পেশালাইজেশন কোর্সে নিবন্ধন থাকতে হবে। (খ) নার্সিং শি ক্ষকতায় ১০ বছর, প্রশাসনিক ৫ (পাঁচ) বছর ও ৫ (পাঁচ) বছর ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা।
২	সহকারী কোর্স কো-অর্ডিনেটর পদ-১ (গ্রেড-৬)	বিএনএমসি হতে রেজিস্টার্ড, নার্সিং/মিডওয়াইফারি কোর্সে ন্যুনতম স্নাতক ডিগ্রি।	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, নার্সিং শি ক্ষকতায় ১০ বছর, প্রশাসনিক ৫ (পাঁচ) বছর ও ৫ (পাঁচ) বছর ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা।
৩	প্রভাষক, পদ-২ (গ্রেড-৯)	বিএনএমসি হতে রেজিস্টার্ড, নার্সিং/মিডওয়াইফারি বিষয়ে স্নাতক পাশ	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও নার্সিং শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ।
৪	ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর-৩ (গ্রেড-১০)	বিএনএমসি হতে রেজিস্টার্ড নার্স ও মিডওয়াইফ।	-
৫	লাইব্রেরীয়ান-১ (গ্রেড-১২)	লাইব্রেরী সাইন্সে ডিপ্লোমা	-
৬	প্রধান সহকারী-১ (গ্রেড-১২)	যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাশ	সংশিস্নষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা বা প্রয়োজনীয় শিক্ষাগতযোগ্যতা।

৭	হাউজ কিপার (মহিলা)-১ (গ্রেড-১২)	যে কোন বিষয়ে ন্যুনতম স্নাতক পাশ	৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা, বয়স ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অন্যান্য যোগ্যতা।
৮	হিসাব রক্ষক-১ (গ্রেড-১২)	বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর পাশ।	আবশ্যিকভাবে হিসাব র ক্ষনের কাজে দ ক্ষতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা।
৯	ল্যাব টেকনিশিয়ান-২ (গ্রেড-১২)	এসএসসিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা (মেডিকেল টেকনোলজিস্ট)।	সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ।
১০	কম্পিউটার অপারেটর-১ (গ্রেড-১৫)	যে কোন বিষয়ে অন্যুন স্নাতক পাশ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা।	আবশ্যিকভাবে দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা।
১১	অফিস সহকারী-১ (গ্রেড-১৫)	যে কোন বিষয়ে ন্যুনতম এইচএসসি পাশ	-
১২	ক্যাশিয়ার-১ (গ্রেড-১৫)	বাণিজ্যে স্নাতক পাশ	
১৩	অফিস সহায়ক-২/ আয়া-২/ দপ্তরি/ল্যাব এটেনডেন্ট (১ টি করে)(গ্রেড-১৮)	এসএসসি পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা	আবশ্যিকভাবে দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা।
১৪	গাড়ী চালক-১ (গ্রেড-১৫)	৮ম শ্রেণী পাশ, ভারী লাইসেন্সসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	
১৫	দারোয়ান-২/ নৈশ প্রহরী-২/ মালী-১/পরিচ্ছন্নতা কর্মী-২ (গ্রেড-২০)	৮ম শ্রেণী পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	-
১৬	বাবুর্চি-২ (গ্রেড-২০/সরকারি গ্রেডের উপরে প্রদানের ক্ষেত্রে সাকুল্যে)	৫ম শ্রেণী পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	অধিক লোকের রান্নার কাজে অভিজ্ঞ।
১৭	মশালচী-২ (গ্রেড-২০)		ঐ
১৮	টেবিলবয় (মহিলা)-১/ আয়া (হোস্টেল-১ , ডাইনিং-১) (গ্রেড-২০)	৫ম শ্রেণী পাশসহ অন্যান্য যোগ্যতা।	-
১৯	জনবল ও বেতন কাঠামোর অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে সরকারি বিধিমালা অনুসরনীয়		
২০	গেস্ট লেকচারার, নিয়মিত শিক্ষকের একচতুর্থাংশের (১/4) বেশি হবে না।		

৫৬। বেতন ভাতাদি প্রদানঃ

(ক) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি প্রদান করবে। তবে তা কোনক্রমেই সরকারি বেতন কাঠামোর কম হবে না।

(খ) আর্থিক লেনদেন স্বচ্ছতার জন্য বেতন ভাতাদি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

৫৭। আবেদনের ফি এবং এফডিআরঃ

(ক) প্রতিটি কোর্সের পৃথক আবেদনের সাথে ফি বাবদ (অফেরতযোগ্য সার্ভিস চার্জ) ''বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল'' এর অনুকূলে ১ (এক লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফ ট/পে-অর্ডার জমা দিতে হবে। পুনঃআবেদন/পুনঃপরিদর্শনের ক্ষেত্রে উক্ত ফি-এর অতিরিক্ত ৫০% হারে পরিশোধ করতে হবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট স্পেশালাইজেশন কোর্সের জন্য ১০ (দশ) লক্ষ টাকা তফশিলী ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট (এফডিআর) করতে হবে।

(গ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার লক্ষ্যে আবশ্যিকভাবে প্রতিটি কোর্সের জন্য পৃথক পৃথক প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নামে স্থায়ী আমানত হিসেবে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলকে লিয়েন (সংরক্ষণ) করে গচ্ছিত রাখতে হবে।

(ঘ) কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রত্যয়ন ব্যতিত ব্যাংকে গচ্ছিত এফডিআর নগদায়ন (ভাঙ্গানো) বা উত্তোলন করা যাবে না মর্মে ব্যাংক সার্টিফিকেট এর কপি আবেদনের সাথে প্রদান করতে হবে। উক্ত এফডিআর (চেক) এর কপি আবেদনের সাথে যুক্ত করতে হবে ও মূল কপি প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতঃ প্রতিটি পরিদর্শনে কমিটিকে সার্টিফিকেটসহ তা প্রদর্শন করতে হবে। গচ্ছিত টাকার মুনাফা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা হবে যা স্থানীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা যাবে।

৫৮। আসন সংখ্যাঃ

স্পেশালাইজেশন কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মান পরীক্ষা করে প্রতি শিক্ষাবর্ষে (ব্যাচে) আসন সংখ্যা অনুর্দ্ধ ২০ (বিশ) এর জন্য প্রস্তাব করা যাবে। প্রথম ব্যাচ বের হওয়ার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী দুই থেকে পাঁচ বছরের অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তদস্থলে কোন প্রতিষ্ঠান সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্তির তিন বছর অতিক্রম করার পরও প্রদত্ত শর্তাবলী প্রতিপালন , প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, অবকাঠামো এবং শিক্ষার মান উন্ন য়ন করতে না পারলে পরিদর্শন কমিটি তাগিদ প্রদান বা শাস্তিমূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে।

৫৯। <u>কাউন্সিলের স্বীকৃতি বা অধিভুক্তিঃ</u>
(ক) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সাময়িক অনুমোদনপত্র ইস্যুর ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি/ অধিভুক্তি ফি (এ্যাফিলিয়েশন ফি) প্রদান করে অধিভুক্তি গ্রহনের জন্য কাউন্সিলে আবেদন করবে, যা প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে। কাউন্সিল প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পত্রের সাথে পরিচালনার নিয়মাবলী, শিক্ষার্থী নিবন্ধনের শর্তাদি লিখিতভাবে অবগত করবে।

(খ) বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন-২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৮ নং আইন) এবং সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা, কারিকুলাম, সিদ্ধান্ত ও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ ও একাডেমিক সনদপত্র প্রদান এবং সকল পর্যায়ের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংক্রান্ত সকল কোর্সের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে পেশাগত নিবন্ধন প্রদান করবে।

৬০। <u>বাজেট, অডিট ও তদসংশ্লিষ্ট শর্তাবলী:</u>
(ক) বাজেট বরাদ্দঃ নার্সিং কোর্স পরিচালনায় ব্যয়ভার বহনের সক্ষমতার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত পরিমান বাৎসরিক অর্থের সংস্থান (ফান্ড) থাকতে হবে এবং প্রাথমিক আবেদনপত্রের সাথে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণাদি পেশ করতে হবে।

(খ) অডিটঃ প্রাথমিক আবেদনের সাথে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের মূল প্রতিষ্ঠান/ পূর্বের প্রতিষ্ঠানটি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী রেজিস্টার্ড অডিট ফার্ম দ্বারা প্রতি আর্থিক বৎসরের অডিট করে অডিট রিপোর্ট কাউন্সিলে জমা দিতে হবে।

(গ) আয়কর ও মূল্য সংযোজন করঃ প্রাথমিক আবেদনের সাথে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের মূল প্রতিষ্ঠান/ পূর্বের প্রতিষ্ঠানটি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ট্যাক্স ও ভ্যাট প্রদানের প্রমাণ পত্র দাখিল করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের পর এটি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে গর্ভনিং বডির অনুমোদনক্রমে বই আকারে প্রকাশ পূর্বক কাউন্সিলে দাখিল করতে হবে।

<u>ষষ্ট অধ্যায়</u>

<u>আবশ্যকীয়ভাবে পালনীয় অন্যান্য শর্তাবলী</u>

(সকল কোর্সের জন্য প্রযোজ্য)

৬১। <u>কোর্স মূল্যায়ন, পর্যালোচনা, কারণ দর্শানো ও অনুমোদন স্থগিত/বাতিল/পুনঃঅনুমোদনঃ</u>
(ক) বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন অনুযায়ী নার্সিং ও সহযোগী শিক্ষার বাস্তবায়ন, গুনগতমান নিশ্চিতকরণ ও সার্বিক পর্যালোচনায় মূল্যায়ন করা হবে।

(খ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ যাতে নিয়মিত হয় এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন হাসপাতালে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহনের মাধ্যমে ব্যবহারিক বিষয় সম্পর্কে অনুশীলন করতে পারে, এ বিষয়য়ে পরিদর্শন কমিটি/ কাউন্সিল প্রতি বৎসরে কমপক্ষে একবার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে। এ ব্যাপারে পরিদর্শন কমিটি/কাউন্সিল কোন ধরণের ত্রুটি প্রমাণ পেলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ, মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনুমোদন স্থগিত/বাতিল/পুনঃঅনুমোদনসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। পূর্বানুমোদিত কোর্স পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ/ মামলা চলমান থাকলে আসন বৃদ্ধি/ নতুন কোর্স অনুমোদন দেয়া যাবে না।

৬২। <u>মান পর্যবেক্ষণ / কোয়ালিটি এ্যসুরেন্স/এক্রিডিটেশন:</u>
(ক) বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন অনুযায়ী কাউন্সিল প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষাকার্যক্রমের মান নিশ্চিতকরণ (কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স) এর লক্ষ্যে পরিদর্শন কমিটি গঠন করতে পারবে। কাউন্সিল এ্যাক্রিডিটেশন ফি আরোপ করতে পারবে যা মানোন্নয়ন, পরিদর্শন সংক্রান্ত ও অন্যান্য খরচের জন্য ব্যয় করা হবে। ফি নির্ধারণ ও ব্যয় নির্ধারণের জন্য কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(খ) এ্যাক্রিডিটেশন গাইড লাইনে বর্ণিত শর্তাবলী শুরু থেকেই অনুসরণ এবং অনুমোদন পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান এ্যাক্রিডিটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ গুনগত মান উন্নয়ন ও রক্ষার কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যহত রাখেবে।

(গ) বিদ্যমান নার্সিং প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য দ্বিতীয় বর্ষে পরিদর্শনে প্রতীয়মান অপেক্ষাকৃত ভাল মানের প্রতিষ্ঠানকে দুই/ তিন বছরের জন্য এবং দূর্বল মানের প্রতিষ্ঠানকে শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে তদস্থলে এক বছরের জন্য সাময়িক অনুমোদনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সকল কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়ায় এবং ডিপ্লোমা কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবশ্যই কাউন্সিলের প্রতিনিধি রাখতে হবে । এ নীতিমালার আলোকে কোন কিছু অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিলক্ষিত হলে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার গুনগত মান রক্ষায় কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ/ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৬৩। প্রতিষ্ঠানের নামকরণ/ একই স্থানে একাধিক কোর্স/ একাধিক প্রতিষ্ঠান চালুর প্রক্রিয়াঃ
(ক) ইতোমধ্যে যে সব জেলায় জনসংখ্যা ও আয়তনের তুলনায় অবস্থানগত দিকে অধিক সংখ্যক নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, সে সব স্থানে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুৎসাহিত করা হবে। সে ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিধি ও গুণগত মান উন্নয়ন করা হবে।

(খ) যেহেতু একই শহরে/স্থানে পাশাপাশি একাধিক কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবেদন করা যাবে না, প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান অবশ্যই যৌক্তিক দূরত্বে স্থাপন করতে হবে। সেহেতু আবেদনের সাথে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অবস্থান সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণী, যৌক্তিকতাসহ চারদিকে অন্ততঃ এক কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত সবধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা পেশ করতে হবে। পরিদর্শন কমিটি দুরত্বের বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন এবং অনুমোদনকারি সভায় বিষয়টি পর্যালোচনান্তে অনুমোদন/অনঅনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(গ) একই ব্যক্তি/সংস্থা নিজে বা অন্য কারও দ্বারা একই শহর/স্থানে একাধিক নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবেদন করতে পারবেন না। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান নিজস্ব হাসপাতাল সংলগ্ন হলে বিষয়টি পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

(ঘ) প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে আবেদনকারি ব্যতিত অপর কোন ব্যক্তির নাম/মহানগরী/জেলা/উপজেলা/জাতীয়/ আন্তর্জাতিক নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐ সংস্থা/ব্যক্তির অনাপত্তি বা ছাড়পত্র দাখিল করতে হবে। এ ছাড়াও কাউন্সিলের স্বীকৃত কোন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে মিল রেখে নতুন কোন প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যাবে না।

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে অপর কোন ব্যক্তির নাম ব্যবহার করতে চাইলে ঐ প্রতিষ্ঠানে তাঁর নামে তহবিল (ফান্ড) করে যৌক্তিক পরিমাণ অর্থ (টাকা) অনুদান হিসেবে গচ্ছিত (এফডিআর) রাখতে হবে। এ অর্থ উত্তোলন না করে কেবলমাত্র মুনাফার অংশ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত দরিদ্র ও মেধাবি শিক্ষার্থী বার্ষিক বৃত্তি এবং কর্মচারীদের সাহায্যের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে। যার হিসাব যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতিবার পরিদর্শন কমিটিকে তা প্রদর্শন করতে হবে।
(চ) বেসরকারি পর্যায়ে যে ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা নার্সিং কোর্স অনুমোদন দেয়া হয়েছে সে ইনস্টিটিউট শিক্ষক, জনবল ও অবকাঠামো বৃদ্ধি পূর্বক নীতিমালার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত পালন সাপেক্ষে ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডিপ্লোমা কোর্সের পাশাপাশি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্স চালুর আবেদন করতে পারবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদন প্রাপ্তির পর অবশ্যই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/কাউন্সিলের অধিভুক্তি/স্বীকৃতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন) সাপেক্ষে কোর্স চালু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয় অনুমোদনের পর শিক্ষার্থী ভর্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে স্বীকৃতি ও শিক্ষার্থী নিবন্ধনের কার্যসম্পন্ন করা যাবে না।

৬৪। কোর্সের মূল্যায়নঃ
(ক) বেসরকারি পর্যায়ে উন্নতমানের নার্সিং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মূল্যায়ন ও গবেষণা করা। গ্রহণযোগ্য গবেষণাপত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, কাউন্সিল ও সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় প্রেরণ করা, যেন উক্ত গবেষণা দেশ ও জাতির মঙ্গলে প্রয়োগ করা যায়।

(খ) বেসরকারি নার্সিং শিক্ষা কর্যক্রমের মানোন্নয়নের জন্য সকল জাতীয় নার্সিং শিক্ষা কার্যক্রম (যেমন-প্রশিক্ষণ/কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, শিক্ষা সফর ইত্যাদি) পর্যাপ্ত পরিমানে উদ্দ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে আয়োজন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৬৫। সরকারি হাসপাতালসমূহ নিজস্ব সক্ষমতায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সম্ভব হলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র -ছাত্রীদের ব্যবহারিক শিক্ষা (ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিস) এবং ইন্টার্ণশীপের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে।

৬৬। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি এবং বিএনএমসির স্বীকৃতি ব্যতিরেকে কোনক্রমেই শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা যাবে না।

৬৭। শর্তভঙ্গের কারণে ব্যবস্থা গ্রহণঃ
(ক) আবেদনে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করলে এবং তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/ ব্যক্তির অন্য কোন আবেদন পরবর্তী ২ (দুই) বছরের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হবে না; এমনিক তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থ্যা গ্রহণ করা হবে।

(খ) উল্লিখিত নীতিমালা পালিত না হলে কাউন্সিল যে কোন সময় প্রতিষ্ঠান/কোর্স বন্ধের জন্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবে। নীতিমালা বহির্ভূক্ত/শর্ত ভঙ্গ কর্মকান্ড চলমান থাকলে বা বিষয়টি নিষ্পত্তি না হলে বা অনিস্পন্ন থাকলে কাউন্সিল বর্ণিত কোর্সে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে (ব্যাচ) ভর্তি স্থগিত/প্রতিষ্ঠান বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে পরবর্তী

৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট আপীল দয়ের করিতে পারিবে। আপীল কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপীল নিস্পত্তি করবেন, আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(গ) প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি (অধিভূক্তি) বা নতিমালার শর্তভঙ্গ বা অনুরূপ কোন আদেশ অমান্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিবিধান এবং কাউন্সিলের আইন ও বিধি অনুযায়ী জরিমানা বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬৮। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ যে কোন সময় প্রয়োজনে এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

৬৯। এ নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(ইশরাত জামান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৫৭৬৮

স্মারক নং-স্বাশিপকবি/নার্সিং শিক্ষা/২০২০- তারিখ:

সদয় অবগতি ও কার্যসম্পাদনের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারি), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর।
৫। কলেজ পরিদর্শক, ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস।
৬। ডীন, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন, ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস।
৭। যুগ্মসচিব (চিশি/ নার্সিং শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। পরিচালক (চিশিজ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৯। উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মূদ্রণালয়/ বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (নীতিমালাটি জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় মূদ্রণ ও প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।
১০। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ে একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ে একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৪। উপপরিচালক (শিক্ষা), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নীতিমালাটি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইডে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৬। সিনিয়র সহকারী সচিব (নার্সিং সেবা-১),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৭। রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, বিজয়নগর, ঢাকা (নীতিমালাটি ওয়েব সাইডে প্রকাশ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)।
১৮। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (চিশি), স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৯। অধ্যক্ষ, নার্সিং কলেজ (সকল সরকারি/বেসরকারি), ...
২০। অধ্যক্ষ, নার্সিং ইনস্টিটিউট (সকল সরকারি/বেসরকারি), ...
২১। জনাব/ বেগম . . . .

(ইশরাত জামান)
উপসচিব